09 JUN 2017
তারিখ ... 11 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৪

সংবাদ

বিলম্বে পাঠ্যবই সরবরাহ

দেশের ৫৮ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

বাদ বিদেশি প্রতিষ্ঠান

এনসিটিবি-মুদ্রণ সমিতি বিরোধ

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে বিলম্বের কারণে দেশের ৫৮টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের দেড় মাস পরে বই সরবরাহ করলেও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জরিমানা বাবদ দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে প্রায় ছয় কোটি টাকা আদায় হচ্ছে। এই অর্থ আদায়ের জন্য ইতোমধ্যে অভিযুক্ত প্রিন্টার্সদের (মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বা ছাপাখানা) প্রাপ্য বিলের ২০ শতাংশ অর্থ আটকে রেখেছে এনসিটিবি। এই অর্থ থেকে সপ্তাহ প্রতি বিলম্বের জন্য সংশ্লিষ্ট বইয়ের মূল্যের আড়াই শতাংশ টাকা কেটে রাখা হবে। এ নিয়ে ছাপাখানার মালিক ও এনসিটিবির কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশকিছু দিন ধরে বিরোধ চলছে।

৫৮টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা- জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা সংবাদকে বলেন, 'বিধি মোতাবেক সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জরিমানা আদায় করা হচ্ছে।'

ছাপাখানা মালিকদের সংগঠন 'মুদ্রণ শিল্প মালিক সমিতি'র নেতারা এনসিটিবির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়ে বলেছেন, জরিমানার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও বিমাতাসূলভ আচরণ না বদলালে এ বছর পাঠ্যবই ছাপা বন্ধ রাখবে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হলে এর দায়দায়িত্ব এনসিটিবির কর্মকর্তাদেরই নিতে হবে। কারণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একপেশে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

আর এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিবারই কিছু প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে পাঠ্যবই সরবরাহ করে। এজন্য বিলম্বে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বিলম্বে : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবারই কিছু প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক জরিমানা করা হয়। এবারও ব্যর্থতার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানকে বিধিমোতাবেক শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (টেক্সট) প্রফেসর ড. মিয়া এনামুল হক সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বই সরবরাহ করতে পারেনি, আইন অনুযায়ী তাদের জরিমানা গুণতে হবে। অনেকেই জরিমানা ক্ষমা করার দাবি জানিয়েছেন। আমাদের কাছে এসে শাউট (চিৎকার) করছেন, হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু এনসিটিবি বিধি-বিধানের বাইরে যেতে পারে না। কাউকে ক্ষমাও করতে পারে না।'

এ ব্যাপারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির একজন প্রভাবশালী নেতা সংবাদকে বলেন, 'বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো এবার বই সরবরাহ করেছে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু তাদের কোন জরিমানা হচ্ছে না। কারণ এনসিটিবির একটি চক্র দেশের মুদ্রণ শিল্পকে ধ্বংস করতে চায়। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের গোপন আঁতাত রয়েছে।'

এনসিটিবির নিয়মানুযায়ী নতুন ১ জানুয়ারি শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয় ছাপাখানার মালিকরা। কিন্তু এ বছর ৫৮টি প্রতিষ্ঠান ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই ছাপাতে পারেনি বলে এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দাবি করছেন।

তবে এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুটি ছাপাখানার মালিক সংবাদকে বলেন, 'দরপত্রের নিয়মানুযায়ী ওয়ার্ক অর্ডার (কার্যাদেশ) দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সব বই সরবরাহ করতে হয়। আমরা তা করেছি। কিন্তু গত বছর এনসিটিবি নিজেদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে যথাসময়ে কার্যাদেশ দিতে পারেনি, বিলম্বে দিয়েছে। এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ বছরের ১৫ থেকে ২০ জানুয়ারি নাগাদ ৯০ দিন সময় শেষ হয়। এই বিলম্বের দায় আমাদের ঘাড়ে চাপানো হবে কেন?'

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সপ্তাহে চার কোটি ৩৩ লাখ ৫৩ হাজার ২০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে মোট ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংস্থা। এই সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের পাঠ্যবই ছাপানো হয়। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের বই ছাপা হয় আন্তঃর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে, যাতে কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠান নিজেরাই কাগজ কিনে উপজেলা পর্যায়ে বই সরবরাহ করে। আর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপা হয় স্থানীয় দরপত্রে। এই প্রক্রিয়ায় এনসিটিবি নিজেরা কাগজ কিনে দেয়, আর ছাপাখানা মালিকরা বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করে।